ঝিনাইদহে নাশকতা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ মামলায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম কে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে সদর উপজেলার মহিষাকুন্ডু এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত রেজাউল করিম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে। এ ছাড়াও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল আলম এর ছোট ভাই।

ঝিনাইদহ র্যাবের মেজর নাঈম আহমেদ জানান, নাশকতা মামলার আসামী রেজাউল মহিষাকুন্ডু এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দুপুরে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়। রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, সরকারি চাকুরী দেওয়ার কথা বলে মানুষের সাথে প্রতারনা করাসহ বহু অভিযোগ ও মামলা রয়েছে বলেও জানায় র্যাব।

মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা

হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী জনতাবন্ধে আবদ্ধ হয়ে ওই তারিখে তথাকথিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল নামক কোর্টের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষনার পরপরই ১ ও ২ নং আসামীর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও বুনো উল্লাস সহকারে “একটা দুইটা জামাত ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর”, “জামায়াতের আস্তানা এই বাংলায় রাখবোনা”সহ নানা প্রকার ভয়ংকর শ্লোগান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে আসে।

আসামীরা তাদের হাতে থাকা শাবল দিয়ে বাড়ীর নিচ তলার বড় ভাই তারিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন “মেসার্স তাওহীদ অটো” নামক মোটর সাইকেল পার্টস ও খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানের সামনে সার্টার ও তালা ভাংচুর করে। আসামীরা ছাড়াও অজ্ঞাত আসামীগণ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুটপাট করে। তারা ক্যাশ বাকস থেকে ৮৫ হাজার টাকা চুরি করে নেই। একপর্যায়ে পেট্রোল ঢেলে গ্যাস লাইট দিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেই।

তারা পবিত্র কোরআন শরীফেও আগুন ধরিয়ে দেয়। (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে)। দোকানে থাকা টায়ার ও টিউব ব্যাটারীতে আগুন লাগায় আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় দোকানের কাঠের র্যাক, শো-কেস সহ সমস্ত জিনিস পত্রাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের কারনে বিল্ডিংয়ের ছাদের ঢালাই পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং ছাদের রড পর্যন্ত গলে বাঁকা হয়ে যায়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বাদী।

বাদী আরো উল্লেখ করেন, নিচের আগুনের লেলিহান শিখা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় পৌছে গেলে সেখানে অবস্থানরত আমার মা, শতবর্ষী দাদী, দুই বছরের শিশু ভাতিজী, আমার স্ত্রী ও বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আকুতি করতে থাকে। আসামীরা আমাদের পরিবার বর্গকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ পথের লোহর কেচি গেট রামদা ও দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কোপাতে থাকে। এঘটনায় দ্বিতীয় তলায় অবস্থানরত নারী, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে আসামীগণ ভয়ভীতিমূলক বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বাড়ির সামনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়।

মামলার বাদি তাওফিকুল ইসলাম বলেন, আমার প্রাণ নাশের হুমকি থাকায় এতোদিন মামলা দায়ের করতে পারিনি। মামলাটি আদালত খুশি হয়ে সরাসরি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।

চুয়াডাঙ্গার নবাগত পুলিশ সুপার সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গার নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় পুলিশ সুপার কার্যালয় মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে নবাগত পুলিশ সুপারের পরিচয় শেষে স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে মতবিনিময়ে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও চ্যানেল আই এবং দৈনিক জনকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি রাজীব হাসান কচি, জিটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তার জেলা প্রতিনিধি রিফাত রহমান, চ্যানেল ২৪ ও যায়যায়দিন এবং কালবেলার জেলা প্রতিনিধি রেজাউল করিম লিটন, দৈনিক সংগ্রামের জেলা সংবাদদাতা এফ.এ.আলমগীর, দৈনিক আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মেহরাব্বীন সানভি, ৭১ টিভির জেলা প্রতিনিধি এম.এ.মামুন, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি খাইরুজ্জামান সেতু, দীপ্তি টিভির জেলা প্রতিনিধি ও দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, ডিবিসি টিভির জেলা প্রতিনিধি কামরুজ্জামান সেলিম, যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি জিসান আহম্মেদ, এখন টিভি ও দেশরূপান্তরের জেলা প্রতিনিধি অনিক চক্রবর্তী।

জেলা পুলিশে পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-১ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান প্রমুখ।

নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, চুয়াডাঙ্গার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা সহনশীল রাখার জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের বিশেষ সহযোগীতা প্রয়োজন। পুলিশের প্রতি আস্থা ফেরানোর জন্য জেলার সকল মানুষের সহযোগীতা চান তিনি।

জামায়াত নেতা হত্যা মামলা: সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও সাবেক এসপিসহ আসামি ১৯

২০১৪ সালে মেহেরপুরে জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামকে কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তৎকালীন পুলিশ সুপার একে এম নাহিদুল ইসলামসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতের জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামের ভাই তাওফিকুল ইসলাম বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলায় ১৯ জনের মধ্যে চার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও বাকি ১৫ জন পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও প্রশাসনের কর্মকর্তা রয়েছেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন তৎকালীন এ এস পি মোস্তাফিজুর রহমান, এ এস পি আব্দুল জলিল, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, সদর এসি ল্যাণ্ড ফরিদ হোসেন, গাংনী র্যাব ক্যাম্পের কামণ্ডার ক্যাপটেন আশরাফ হোসেন, ডিএডি জাহাঙ্গীর আলম, বুড়িপোতা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার আসাদ মিয়া, ওসি ডিবি বাবুল আক্তার, সদর থানার ওসি রিয়াজুল ইসলাম, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, এ এস আই আব্দুল হান্নান, কনস্টেবল সাধন কুমার, নারদ কুমার, ডিবির কনস্টেবল জিল্লুর রহমান, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সাবেক ইউপি সদস্য দরুদ আলী।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০১৪ সালে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করার সম্ভাবনা থাকায় ভিন্ন মতের নেতৃত্বকে সমূলে বিনাশের লক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আসামীরা পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে।

২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে ব্যক্তিগত কাজে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার ইসলামি ব্যাংকের কাছে গেলে আসামি বারিকুল ইসলাম লিজন ও দরুদ আলী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রসুলকে জানায়।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশে তৎকালীন পুলিশ সুপার কে এম নাহিদুল ইসলামের নির্দেশে মামলার অন্যান্য আসামিরা তারিককে আটক করে। তাৎক্ষনিক সাংবাদিকরা জানতে পেরে পুলিশ সুপারের কাছে বিষয়টি নিশ্চিত হলেও তারিকের স্ত্রী স্বামীর সন্ধানে পুলিশ সুপারের কাযার্লয়ে গেলে পুলিশ সুপার আটকের বিষয়ে অস্বীকার করেন। আটকের পর গোপনস্থানে রেখে তারিককে শারিরীক ও মানসিক নিযার্তন করে আসামিরা।

পরে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে শহরতলী বামনপাড়া শ্বশান ঘাট এলাকায় কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে একাধিক গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। পরদিন সকালে মেহেরপুর মর্গে থেকে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবারের কাছে দেওয়া হয়নি এমনকি মামলা না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয় এবং দ্রুত লাশ দাফনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চলতি বছরের ৫ই আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বাদি ন্যায় বিচারের লক্ষে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে আইনজীবী সহকারীর সংবাদ সন্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও অপবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সন্মেলন করেছেন আইনজীবী সহকারী নুর আমিন। আজ শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে হাসপাতাল সড়কের প্রেসক্লাব কোটচাঁদপুরের সভাকক্ষে তিনি এ সংবাদ সন্মেলনটি করেন ।

এ সময় উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামের সংবাদ সন্মেলনকারী নূর আমিনের সাথে ছিলেন তার চাচা মহাসিন আলী, চাচাতো ভাই মিজানুর রহমান, বড় ভাই রুহুল আমিন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত ও প্রশ্নের জবাবে নুর আমিন বলেন, আমি আইনজীবী সহকারী হিসেবে ঝিনাইদহে বিজ্ঞ আদালতে কর্মরত আছি। আমি একজন জামাতে ইসলামী মতাদর্শী মানুষ। যে কারণে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আমি একাধিক গায়েবী রাজনৈতিক মামলায় জর্জরিত। দীর্ঘ ১০ টি বছর আমাকে বিভিন্ন সময়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। তারপরও একাধিকবার ডিবি, র্যাব, ঝিনাইদহ সদর থানা ও কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এ কাজের সহযোগিতা করেছেন সাবেক বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন তার ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও প্রতিবেশী ওমর আলী। এদিকে ৫ আগষ্ট বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দিনে ফুলবাড়ী গ্রামের মতিন চেয়ারম্যানের ভাই আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি প্রতিবেশী ওমর আলীর বাড়ি কে বা কারা ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনা নিয়ে আমাকে মতিন চেয়ারম্যান ও তার লোকজনেরা দোষারোপ করে আসছিল। গত ৫ই সেপ্টেম্বর গ্রামের পার্শ্ববর্তী সমাজকল্যাণ পাড়ায় আমার মামা বাড়িতে রাত যাপন করি । ভোর পাঁচটার দিকে ফজরের নামাজের জন্য যখন আমি ফুলবাড়ী মসজিদের দিকে রওনা হই। পথের মধ্যে ইমরান,

রনি,শাহাদত ও মতিন চেয়ারম্যানের লোকজন প্রতিরোধ করে। সেই সাথে বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে । এতে আমি রক্তাক্ত জখম হই। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আসা কুল্যাগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিকাইল হোসেন আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দেন। পরে পুলিশের কাছে অপবাদের বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হলে তারা আমাকে থানা থেকে ছেড়ে দেন । এ সকল মিথ্যা অপবাদ ও হয়রানী মূলক রাজনৈতিক মামলার কারণে আমি মানসিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বা হচ্ছি। সেই সাথে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। যে কারণে আপনাদের (সাংবাদিকদের) মাধ্যমে প্রশাসনসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে এ সকল মিথ্যা অপবাদ ও মামলা থেকে পরিত্রাণের জন্য সহযোগিতা কামনা করছি।

বিষয়টি নিয়ে সাবেক বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন এর সাথে কথা বললে তিনি জানান, ভাঙচুরের ঘটনায় কেউ নূর আমিনের গায়ে হাত তোলেনি। আমি পরে জানতে পেরেছি অন্য একটি ঝামেলার কারণে ওই এলাকার লোকজন তাকে কয়েকটি চড় থাপ্পড় মেরে পুলিশে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে নুর আমিন সংবাদ সম্মেলনে যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক সহ গ্রেফতার করে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রনের পরিদর্শক মোঃ নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ , মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়,আলমডাঙ্গা উপজেলাধিন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় এলাকার মৃত আব্দুল মান্নান খোকাই শেখের

ছেলে মাদক ব্যাবসায়ি শাহাদত হোসেন (৫৫) কে আটক করে।

এ সময় খোকাই শেখের চাতাল মোড়ের নিজ দখলীয় ভিটার সাথে এক কক্ষ বিশিষ্ট দোকান ঘরের মধ্যে রক্ষিত আলমারির মধ্য হতে ৫ লিটার রেকটিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করেন বলে জানাগেছে। এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনায় যৌথ বাহীনির অভিযানে ৬ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় যৌথ বাহীনি সন্ত্রাসী ও মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা পুরাতন বাজারে। এ অভিযানে গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও খাওয়ার অপরাধে ৬ যুবককে আটক করে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যৌথ বাহীনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। এ সময় যৌথ বাহীনি দেখে ৮/১০ জনের একদল যুবক পালিয়ে পুরাতন বাজার বিএনপি নেতা মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদারের বাড়ি প্রাচীর টপকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

এসময় যৌথবাহিনী তাদের পিছু নিয়ে গেটের তালা ভেঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ তাদেরকে আটক করে।

আটককৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের বাহার আলীর ছেলে মোমিন (২৪) দর্শনা পৌরসভার ইসলাম বাজারের চঞ্চলের ছেলে ফয়সাল আহম্মেদ (২২) একই পাড়ার আলীর ছেলে সাকিব হাসান (২০) দর্শনা কেরু হাসপাতালা পাড়ার আনোয়ার হোসেন ছেলে আসিফ (২১)দর্শনা কেরু পাড়ার তছলিমের ছেলে সাব্বির (১৭)ও ইসলাম বাজার পাড়ার ইসমাইল হোসেন তাজের ছেলে তাজকে (২৩)আটক করে।এ

অভিযানে নেতৃত্ব দেয় চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ও দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে আটককৃতদের উত্তম মাধ্যম দিয়ে দর্শনা থানা পুলিশ সোপর্দ করে।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সীপুর সীমান্তে অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কজি ওজনের অবৈধ রপার গয়না উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দেশনায় মুন্সীপুর কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘোষসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের খুঁটির ৯২/১০-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে মুন্সীপুর সরদার পাড়ার কিতাব মল্লিকের ছেলে কিতার মল্লিকের (৬০) বসত বাড়ীত অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কিতাব মল্লিক বিজিবির উপস্থতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা বসত বাড়ী তল্লাশী করে ব্যবহৃত টিউবওয়লের ড্রেনের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেটে উদ্ধার করে। ওই প্যাকেট গুলো জনসম্মুখে খুলে সেখানে থাকা অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘাষ বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করেছেন। উদ্ধার করা অবৈধ রুপা গুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।